R.N. No.2532/67 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P.e.-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন নং-264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথ ম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-
অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৬ বর্ষ
৪৫ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে চৈত্র বুধবার, ১৪১৬।
৭ই এপ্রিল, ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

ম্যাকেঞ্জি পার্কে স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়তে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার টাউন হলে রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর শহরের প্রাক্তন ক্রীড়ামোদী, খেলোয়াড় ও ক্লাব সংগঠকদের নিয়ে গত ২ এপ্রিল এক সভা হয়। আহ্বায়ক পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান, "এলাকার খেলার মান উন্নয়ন ও তার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে এক অত্যাধুনিক স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দানে। উপস্থিত ক্রীড়ামোদীরা এতে খুশি হলেও খেলার পরিবেশ এখানে হারিয়ে গেছে বলে কয়েকজন প্রাক্তন খেলোয়াড় তাদের বক্তব্যে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। সাব-ডিভিশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন বা স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের মাধ্যমে খেলোয়াড় তৈরী বা ক্লাব সংস্কৃতির ওপর জোরালো বক্তব্য রাখেন তারা। ক্লাব সংগঠকরা দলমতনির্বিশেষে স্টেডিয়াম তৈরির কাজে যে কোন সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ১৫ জন প্রাক্তন খেলোয়াড়, ক্রীড়ামোদী ও ক্লাব সংগঠকদের নিয়ে একটা কমিটি তৈরী করা হয়।

(শেষ পৃষ্ঠায়)

গোষ্ঠীগুলোকে দেদার অর্থ বিলিয়ে ভোট কেনার রাজনীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৩ মার্চ সিপিএম পরিচালিত ধুলিয়ান পুরবোর্ডের চেয়ার পার্সেন চেনবানু খাতুন, সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য ও জঙ্গিপুর পৌরসভার পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, অরঙ্গাবাদের বিধায়ক তোয়াব আলী, ফরওয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির সদস্য ইউসুফ হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পৌরসভার এলাকাধীন ৩৩টি গোষ্ঠীকে মোট ৮,৪০,০০০ টাকার চেক দেওয়া ছাড়া মিড-ডে-মিলের রান্নার জন্য গোষ্ঠীর মেয়েদের নিযুক্তিকরণের কথা ঘোষণা করা হয়। আরও জানা যায়, এই পৌরসভায় মোট গোষ্ঠী সংখ্যা – ২১২ এবং সদস্য সংখ্যা ৩১৮৭ জন। ভোটের আগে পুরবাসীদের মন জয়ে দেদার অর্থ বিলিয়ে দিচ্ছেন, কোথাও কার্পণ্য করার চেষ্টা করেননি। হারিয়ে যাওয়া ভোট ব্যাঙ্ক ঠিক রাখতে এখন বামফ্রন্ট যে মরিয়া, এইসব প্রক্রিয়া তারই প্রতিফলন বলে এক কংগ্রেস কাউন্সিলার মন্তব্য করেন।

জঙ্গিপুরের রূপকার মৃগাঙ্ক-এটা দালালি না বাস্তব–জনৈক নাগরিক

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন পুর নির্বাচন নিয়ে বাম ঐক্যের সভা হয়ে গেছে। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে প্রসেসিং চলছে। সিপিএম পার্টির নিয়ম মতো এক ব্যক্তি দু'বারের বেশী এক পদে থাকতে পারে না। সে ক্ষেত্রে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য পুর নির্বাচনে প্রার্থী থাকবেন কিনা এ নিয়ে এখনও সংশয় আছে। তবে মৃগাঙ্কবাবুর কর্মদক্ষতায় – ভাগীরথী ব্রিজের ২৪ থেকে ২৬ কোটি টাকা প্রোজেক্টের কাজ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফাইন্যান্স করপোরেশনের কাছ থেকে এক কোটি টাকা লোন নিয়ে সূচনা হয়। পরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা রাজ্য সভার প্রতিনিধি,

(শেষ পৃষ্ঠায়)

কেপমারির কোপে খোয়া গেল স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ মার্চ দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়ী এলাকায় এক ওষুধের দোকানের সামনে সাইকেলের চাকায় ফিতে জড়িয়ে এক মহিলার কাছ থেকে অভিনব পদ্ধতিতে ৮ হাজার টাকা ছিনতাই করলো দুষ্কৃতীরা। জানা যায়, জঙ্গিপুরের ৮ নং পুর ওয়ার্ডের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর টাকা নিয়ে পৌরসভায় জমা দিতে আসছিলেন লতিকা মণ্ডল। সাইকেলে কাপড় জড়িয়ে গেছে বলে পরোপকারিতায় এগিয়ে আসে চার/পাঁচ জন যুবক। এর মধ্যে ২জন চাকা থেকে কাপড় ছাড়াতে ও লতিকাকে অন্য মনস্ক করতে ব্যস্ত থাকে। সেই ফাঁকে অন্যরা ব্যাগটি তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। গরীব স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর কর্মী লতিকা কান্নায় ভেঙে পড়েন। খোয়া যাওয়া ব্যাগে তার মোবাইল ও আইকার্ডও নাকি ছিল। দুষ্কৃতীরা গায়ে হাওয়া দিয়ে ঘুরে বেড়ালেও প্রশাসন নির্বিকার।

অবশেষে মনিগ্রাম হাইস্কুলে ইন্দ্রপতন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম হাই স্কুলের প্রশাসক গৌতম ব্যানার্জী এ.আই. ৫ এপ্রিল ডি.আই.-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে টিচার-ইন-চার্জ ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। এবং স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের কথা মতো প্রবীণতম শিক্ষক চিত্ত মুখার্জীকে টিচার-ইন-চার্জের দায়িত্ব দেয়া হলো। এ প্রসঙ্গে চিত্তবাবু জানান – আজ থেকে সরকারীভাবে স্কুলের সমস্ত চার্জ বুঝে নিলেও বহু জরুরী কাগজপত্র ইন্দ্রবাবুর হেফাজতে থেকে গেছে। প্রাক্তন টিচার-ইন-চার্জ এ ব্যাপারে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে চৈত্র বুধবার, ১৪১৬।

কোথায় পথ

বহুশ্রুত ও বহুগীত শাক্তপদের একটি অংশ যাহা আলোচ্য নিবন্ধের শিরোনাম হইয়াছে, তাহা বর্তমানকালে সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে কতটা জেরবার হইতেছে, তাহারই দ্যোতক হইয়াছে। ইংরেজ কবি লর্ড টেনিসন তাঁহার একটি কবিতায় কর্তব্যরত অগ্রসরমান এক ক্ষুদ্র সৈন্যদলের অসহায়ত্ব ও বিপদ বুঝাইতে বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে গর্জনকারী অগ্নিবর্ষী কামানসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত রাজ্যের সাধারণ মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে এমন বিপন্ন যে বলিবার নয়।

ভোটে রিগিং, গণনায় কারচুপি, ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর পরিচালনায় ভোট পর্বের সুপরিচালনা ইত্যাদি একটা সাময়িক ব্যাপার। ইহা সবসময়ের বিপদ নয়। কিন্তু বর্তমানে সারা বৎসরই নানা অপকৌশলে মানুষের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক নির্বাহকার্য চরম বিঘ্নিত। গ্রামে-গঞ্জে কোন রাজনৈতিক দলের অপরিসীম প্রভাবের জন্য বিরুদ্ধ রাজনৈতিক ব্রতাবলম্বীদের স্বচ্ছন্দ বসবাস রহিতেছে না। প্রবলের আক্রোশের শিকার হইয়া বিভিন্নভাবে হেনস্থা হইবার ঘটনা আজ সুলভ। 'প্রতিকারহীন' শক্তের অপরাধ আর বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। প্রবলের অসংখ্য অন্যায়ের বন্যায় 'বিচারের বাণী' ভাসিয়া যায়। শান্তিরক্ষক প্রশাসন রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়পুষ্ট হইয়া সাক্ষীগোপালের অথবা 'ঠুটো জগন্নাথ' -এর ভূমিকা লইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতেছে। তাই শ্মশানভূমিতে পিশাচের তাণ্ডব স্থানে স্থানে নারী ধর্ষণের মহোল্লাস, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি করিতে কালীয় নাগের বিষাক্ত শ্বাস, পথে প্রান্তরে নব্য যুবকদের মোটর সাইকেলের দাপাদাপি, মোবাইলে যুবতীদের উদ্দেশ্যে আশালীন প্রস্তাব, শান্তিপ্রিয় অভিভাবকদের ভীতি প্রদর্শন বন্ধ নেই, সাংবাদিকদের কর্তব্যপালনে বাধা দান নিত্য ঘটনা।

অর্থনৈতিক দুর্দশা সাধনের বিপুল প্রয়াস এখনকার দিনে লক্ষণীয়। 'অচলা' তাই সচলা হইয়াছে। এক তহবিলের অর্থ অন্যত্র সরিয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও ডাকঘরে তছরুপের দুর্নীতি চলিয়াছে।

খুন-ধর্ষণ-দুর্নীতি-ভীতিপ্রদর্শন-অত্যাচার-অর্থ তছরুপ বহাল তবিয়তে সারাদেশে স্থান করিয়া লইতেছে। অভিযুক্ত বেমালুম নিশ্চিন্ত রহিতেছে। সাধারণ মানুষ আজ কোথায় দাঁড়াইবে তাহাই প্রশ্ন।

ভৌতিক ব্যাধি

– শীলভদ্র সান্যাল

আমার এক দূরসম্পর্কীয় প্রবীণ দাদা মাকে একবার চিঠিতে লিখেছিলেন, আপনাকে ভূতে ধরিয়াছে। মায়ের পত্রে তাঁর শৈশব জীবনের কিছু স্মৃতিচারণা এবং সেই নানারঙের দিনগুলি আর রইল না গোছের কিছু মোহাচ্ছন্ন বিষন্নতাবোধ প্রকাশ পেয়েছিল, মনে হয়। তারই উত্তরে দাদার ওই তির্যক মন্তব্য। বুঝতে অসুবিধে নেই যে, এখানে 'ভূত' – অর্থ অতীত। পাস্ট টেন্স। বাইগ্যানডেজ।

মানুষ যখন তার পরিপক্ক বয়ঃসীমায় এসে পৌঁছোয়। অতীতটা হয়ে ওঠে দীর্ঘ এবং ভবিষ্যৎটা ছোট, বসন্তের লাবন্য মুছে গিয়ে পাণ্ডুর পাতা-ঝরার দিনগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসে তখনই মানুষ বয়সের ধর্মে এক অমোঘ পিছু টানে আক্রান্ত হয়। যা অনেকটা ব্যাধির মতই ধীরে ধীরে তার মনকে গ্রাস করে। একে বলা যেতে পারে ভৌতিক ব্যাধি বা ভূত জনিত ব্যাধি। ইংরেজিতে যাকে বলে নস্টালজিয়া-বা সাধু গদ্যে, অতীত চারিতা। পরিবারের কর্তাব্যক্তিটির বয়স যখন ষাট, সত্তর – অথবা সত্তর পেরিয়ে আরও ঊর্ধ্বমুখী ; তিনি যদি চাকুরিজীবী হয়ে থাকেন তবে অবসর নেওয়াও হয়ে গেল বহুদিন – ছেলেরা সুপ্রতিষ্ঠিত ও মেয়েদের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে, তারাও বা কেউ সুদূর প্রবাসে অথবা ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। মাঝে-মধ্যে ই-মেল বা আই-এস-ডি-র মাধ্যমে খবরা খবর নেয়, পিতার (কিংবা মাতার) বার্ধক্যজনিত ব্যাধির বিড়ম্বনাগুলো কতটা নিয়ন্ত্রণে আছে অথবা না থাকলে, এখনই কী কী করা উচিত, সে-ব্যাপারে একগাদা পরামর্শ দান এবং সেই ফাঁকে তাঁর নাতি-নাতনিরা আধুনিকতম স্কুলের ছাঁচে ঢালাই হয়ে কীভাবে পুরোদস্তুর সাহেবিআনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে তার সগর্ব সংবাদ প্রদান ঠিক এইরকম এক পরিজন পরিবৃত বয়সে পৌঁছে আপন সন্তান অথবা তৎপরবর্তী প্রজন্মকে ঘিরে প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদ ও গর্ব অনুভব করার পাশাপাশি, ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন এক নিঃসঙ্গতাবোধ তাঁর মনকে ক্রমেই অধিকার করে বসে। প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে যান, মনের মধ্যে মাঝে মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে যান তিনি। কাজে ভুল হয়, চশমাটা খুঁজে পাননা, অথবা খুব দরকারি কোনও কাগজপত্র যা এই ক'দিন আগেও খুব সযত্নে রাখা ছিল, প্রয়োজনের সময় তার হদিশ মেলেনা ! আবার অন্যরকমও হতে পারে। সামনে পড়ে আছে অঢেল সময়, অথচ কিছুই যেন করার নেই তাঁর – প্রাত্যহিক কিছু কর্ম ছাড়া। ঠিক এই রকম এক বয়সে পৌঁছে, জীবনের যে অনেকটা পথ তিনি পেরিয়ে এলেন, তার প্রতি এই বেলা পিছু ফিরে চান। মনে পড়ে, ছেলেবেলার কথা, ছাত্রজীবনে ক্লাসমেটদের কথা, হোস্টেল জীবনে উদ্দীপ্ত দিনগুলির কথা অথবা চাকুরিজীবনে সহকর্মী বন্ধুদের কথা,ফাল্গুনের উদাসী হাওয়ায় গাছেদের বুক-ভেঙে কখন যেন হঠাৎ – হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ওঠে, বাতাসে শুকনো পাতার লুটোপুটি দেখতে দেখতে তাঁর মন চলে যায় কোন্ সুদূরে !

(৩য় পাতায়)

শাসনের সাতকাহন

সাধন দাস

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নাগরিকের যেমন অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গী, একটি শিশুর ক্ষেত্রেও শাসন ও ভালোবাসা তেমনি ওতঃপ্রোত। একটা কথা তো দীর্ঘদিন ধরেই শুনি – 'শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে।' তার মানে শাসন ও সোহাগের একটা আনুপাতিক ভারসাম্য থাকা চাই। কিন্তু আনুপাতটাই কি সব ? শিশুর মুখে সোহাগভরে চুমু খেয়ে তার হাতে এক ডজন চকোলেট গুঁজে দিয়ে, পরক্ষণেই তাকে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিলেও তো সোহাগ আর শাসনের অনুপাত বজায় থাকে। সুতরাং বিষয়টা অনুপাত নিয়ে নয়, পরিমাণ বা মাত্রা নিয়ে।

বাবা-মা বা পরিজনদের সোহাগ-আদর শিশুর জন্মগত অধিকার। কতোটা সোহাগ করবো আর কতোটা শাসন করবো – অভিভাবক বা শিক্ষকের এই মাত্রাজ্ঞান খুবই জরুরী। একদল মানুষ আছেন, যারা শাসনে বিশ্বাসী নন, কেবল মাত্রাছাড়া সোহাগেই অভ্যস্ত। লাগামছাড়া আদর দিতে দিতে তারা সন্তানকে মূর্তিমান বাঁদরে পরিণত করেন। বাৎসল্য স্নেহের আতিশয্যে ভালো-মন্দের তফাৎ করতেও ভুলে যান তারা। ফলে সন্তান যদি স্বেচ্ছাচারী বেপরোয়া প্রকৃতির হয়, তাহলে পিতামাতার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা অসভ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তাই শাসনের একটা প্রয়োজন আছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শাসনের মাত্রাটা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। মৃদু ভর্ৎসনা থেকে আরম্ভ করে উত্তম-মধ্যম বেত্রাঘাত, লাঠিপেটা সবই শাসনের এক একটা পরিমাণগত পর্যায়। মমতাহীন উচ্চকাঙ্খী বাবা তার শিশুপুত্রকে অমানুষিক প্রহার করে কীভাবে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে, তার মর্মান্তিক পরিচয় আমরা সংবাদ মাধ্যমে পেয়েছি, এখনো পাচ্ছি। নিজের অবদমিত বাসনার বিকৃত বহিঃপ্রকাশ এমনই নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তাকে আমরা মানসিক রোগী পর্যায়েই ফেলতে পারি। এই ধরনের পরিবারে যে শিশুর জন্ম হয় সেই শিশুকে 'হতভাগ্য' ছাড়া আর কি বলতে পারি ?

বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো শিশু অভিভাবকের নিষ্ঠুর নির্মম শাসনে হয়তো বড় ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার হয়ে উঠতে পারে, তার মানে এই নয় যে শিশুটির স্বাভাবিক ও সার্থক বিকাশ ঘটলো। শাসনের পেষণে তার সুকুমার বৃত্তিগুলি যে শুকিয়ে গেছে, তার প্রমাণ পেলে পরবর্তী জীবনে সে যখন তার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য আরামদারক বৃদ্ধাশ্রমের সুবন্দোবস্ত করে দেয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু অথর্ব পিতামাতা সেদিন পাঁচজনের কাছে ডাক্তার পুত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও মনে মনে ঠিক বুঝতে পারে 'ডাক্তার হওয়া' আর 'মানুষ হওয়া' এক জিনিস নয়।

শিশু একটি অঙ্কুরিত চারাগাছের মতো। প্রকৃতির জল হাওয়ায় তাকে আপন মনে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। চারাগাছের চারপাশে এবং মাথার উপর যদি কঠিন প্রাচীরের

(৩য় পাতায়)

শহরে চুরি ছিনতাই বাড়ছে অথচ পুলিশ নির্বিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ছিঁটকে চুরি ও ছিনতাই অব্যাহত আছে। ৩ এপ্রিল সন্ধ্যেয় রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে গিরি সাহার বাড়ীতে গ্রিল চড়ে ছোট ছেলে ঢুকিয়ে বাসনপত্র চুরি করে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। পরদিন ৪ এপ্রিল বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যপ্রান্তে গোডাউন সদর রাস্তা থেকে স্থানীয় বাসিন্দা শৈলেন দাসের স্ত্রীর গলা থেকে দেড় ভরি সোনার হার ছিনতাই হয়। নম্বরবিহীন মোটর সাইকেলের তিন আরোহী চলন্ত গাড়ী থেকে ধারালো কিছু দিয়ে হারটি কেটে নেয় বলে জানা যায়। এই ঘটনা শহরের মানুষকে বিব্রত করলেও এ নিয়ে পুলিশের মধ্যে কোন হেলদোল নেই।

ভৌতিক ব্যাধি

(২য় পাতারপর)

পারিবারিক দায়-দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সব সমাধা ক'রে এখন তাঁর মুক্ত পুরুষ হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তা তিনি আর হতে পারেন কই? জীবনের সব কাজই সম্পন্ন হল যদি, বাকি জীবনটা তিনি তবে কাটাবেন কীভাবে? হেমন্তের কোনও বিষন্ন দুপুরে পুরনো চিঠির ফাইল খুলে পড়তে থাকেন বহু দিন আগেকার হলদে হয়ে যাওয়া চিঠির ভেতর থেকে শোষন করে নেন পত্রদাতার ঘনিষ্ঠ উষ্ণতার গন্ধটুকু! অথবা আলমারিতে যে বইগুলো এতদিন সাজিয়ে রাখা ছিল শুধু মাত্র ড্রইংরুমের শোভা বর্ধনের জন্য হঠাৎ কী খেয়ালে তারই একটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করেন কিংবা দূরদর্শনের পর্দায় কোনও দিন কচিৎ যদি বা কাননদেবী-পাহাড়ি সান্যাল-ছবি বিশ্বাসের বই দেখার বিরল সুযোগে ঘটে যায়, তবে এক্কাশ তৃপ্তিতে সেদিন মন ভরে ওঠে তাঁর। ছবি দেখতে দেখতে পুরনো দিনের স্মৃতির অনুসঙ্গগুলি ফিরে ফিরে আসে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে এই বয়সে দাদু ও নাতির (অথবা নাতনি) মধ্যে – সে বড় এক বন্ধু সুলভ মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়। জানিস দাদু – আমাদের সময় এই হোত, ওই হোত – ইত্যাদি কত রকম গল্প কথার সূত্র ধরে স-নাতি দাদুর বৈকালিক পরিভ্রমণের সময়টি বড় রমনীয় হয়ে ওঠে।

সহধর্মিনী বর্তমান থাকলে এই বয়সে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়ে। কি গো, চোখের ড্রপটা দিয়ে দিলে না? অথবা 'জানো, কাল থেকে মাজার ব্যাথাটা আবার বেড়েছে', হারান কোবরেজের কাছ থেকে ওষুধটা এনে দিয়ো তো। কিংবা 'প্রেসারটা চেক করিয়েছ?' অর্থাৎ আলাপচারিতার বেশীরভাগ অংশটাই শরীর সম্পর্কিত। আর কোনও দুর্দৈবের ফেরে সহধর্মিণী পূর্বেই গত হলে, পুত্রবধূর শাসন অথবা উপেক্ষায় বৃদ্ধের বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা বাড়ে। আপন সংসারে নিজেকে কেমন যেন উদ্বৃত্ত বা আগন্তুকের মত মনে হয়। অনেক সময় পরিবারের এই উদ্বৃত্ত অংশটিকে ছেঁটে ফেলে কোনও বৃদ্ধাশ্রমে নির্বাসন দিয়ে আসা হয়। সে এক পক্ষে ভালই, আপন পরিবারে একা হয়ে যাওয়ার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে সমবয়সী কিছু বন্ধু মেলে! তাতে মনের ভার কতটা লাঘব হয়, বলা মুশকিল, তবে মানসিক আদান-প্রদানের কিছুটা অবকাশ হয়তো পাওয়া যায় সেখানে। ছেলেমেয়েরা জীবনে কতটা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর প্রতি কিরূপ কর্তব্য পরায়ণ পঞ্চমুখে তারই প্রশস্তি গেয়ে অনেকে আবার তাঁর প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলাজনিত মনোবেদনাটিকে সযত্নে চাপা দিতে চান। আর এই একাকিত্বের পিঞ্জরে বন্দী ওই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এক বিচিত্র মানসিক টানাপোড়নে ফেলে আসা জীবনের সুখ-স্মৃতিগুলিকে আঁকড়ে ধরেন। তৃতীয় বয়ঃ সন্ধিকালে, এই এক জীবন, যখন অবকাশ বেশি এবং কর্মের ব্যস্ততা কম বা প্রায় নেই বললেই চলে – মনটা যখন ধীবরের জালের মত ক্রমশ গুটিয়ে আসে এবং অতীতের কালসলিল থেকে তুলে আনে স্মৃতির রুপোলি মাছগুলি, প্রকারান্তরে এই প্রবণতাই একসময় ব্যাধির চেহারা নেয়। আমি যাকে বলেছি ভৌতিক ব্যাধি। ব্যাধি-কারণ সে রঙ-রূপের পশরা সাজিয়ে তার মোহময় জাল বিস্তার করতে থাকে তার মনের গভীরে এবং এর খপ্পরে পড়া একরকম অনিবার্য্য, আর তার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের আশাও কম। দূরের অতীত যত সুদূরে যায় তত তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং তার মোহগ্রাসে পড়ে এরা অনেক সময় বর্তমানটাকেও উপেক্ষা করেন। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে এরা পারিপার্শ্বিকতা থেকে আশ্চর্য রকম বিবিক্ত হয়ে যান। তাঁর আমলের সবকিছুই ছিল বরণীয় ও কাঙ্খিত – এই জাতীয় মানসিকতার সুখস্বর্গ গড়ে তুলে সেখানে এক স্বেচ্ছাবন্দী জীবন-যাপন করতে ভালবাসেন তাঁরা। এবং জীবনটা যতই ফুরিয়ে আসে, ততই

সুস্থ সমাজ গঠনে বইমেলা ও বইপ্রেমীদের ভূমিকা

– অরুণকুমার সেনগুপ্ত

মানুষ তার জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলার জন্যে নানান উপায় অবলম্বন করে, মেলা তার অন্যতম। 'মেলা' কথাটি এসেছে 'মিলন' শব্দটি থেকে। বইকে কেন্দ্র করে মিলনের যে অঙ্গনটি তৈরি হয় তাইই হোল বইমেলা। এর প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক মানুষের সাংস্কৃতিক দিকটিকে উন্নত করা। কারণ সংস্কৃতিই মানুষকে সুস্থ, সুন্দর, মহত্তর জীবনযাপনে বৃত করে। আর এ ক্ষেত্রে বই এর বিকল্প নেই বললেই চলে। বইপ্রেমীদের উদ্যোগে আয়োজিত বইমেলা তাই সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

সংক্ষেপে, মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনকে সমাজ বলে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সর্বোপরি, সহমর্মিতার ভিত্তিতে এই সঙ্ঘবদ্ধতা গড়ে ওঠে। সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে গেলে এই সব সম্পর্ককে সুসংহত, সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। বই এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে। সাহিত্য কর্মের ফসল যে বই, বইমেলায় তারই প্রাধান্য থাকে। সাহিত্যিক বা লেখকের মহতী উপলব্ধি বিধৃত থাকে এগুলিতে যা আমাদেরকে সুস্থজীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃত সাহিত্য স্রষ্টা কোন সংকীর্ণতায় নিজেকে আবদ্ধ করেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত সকল সংকীর্ণতা, দীনতা ও নীচতাকে অতিক্রম করে উদার মানবতায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেন; সুস্থ সমাজ গঠনের জন্যে এর মূল্য অপরিসীম। বইপ্রেমীরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেন এবং এই উপলব্ধির ধারাটিকে সমাজ দেহে প্রবাহিত করে দিতে প্রয়াসী হন বইমেলা আয়োজনের মাধ্যমে।

বর্তমান দিনে সামাজিক সম্পর্কগুলি নানান কারণে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। যে পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজজীবন দানা বাঁধে, সেই পরিবার আজ ভেঙে খান খান, যে নীতিবোধগুলি মানুষকে ঐক্য সূত্রে গ্রোথিত করেছিল, আজ তা পদে পদে লঙ্ঘিত; মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ইত্যাদি সমাজ জীবনকে প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বিশ্বায়নের দাপটে নানান চটকদারি বিনোদনের মাধ্যম আজ থাবা বসিয়েছে ছোট-বড় সকলেরই চিন্তাভাবনায়। 'পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন'। বলা বাহুল্য, বইপড়ার অনাবিল আনন্দ এর বড় দাওয়াই।

এ সবের প্রেক্ষিতে বলা যায় বইপ্রেমীদের উৎসাহে আয়োজিত বইমেলা বহু সংখ্যক মানুষকে বইমুখী করার চেষ্টা করে সমাজকে সুস্থ, সুন্দর করে গড়ে তুলতে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে মনে রাখতে হবে, 'A good book is a precious life blood of a master spirit ....' যেমন, তেমনি 'There is no worse rubber than a bad book'. পরিশেষে, বইমেলাকে অধিকতর অর্থবহ করতে গেলে গ্রামে-গঞ্জে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং বই এর দামকে বেশী সংখ্যক মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

শাসনের সাতকাহন

(২য় পাতারপর)

আচ্ছাদান দেওয়া হয়, তাহলে গাছটির স্বাভাবিক বৃদ্ধিই ব্যাহত হবে। হয় সে দুর্বলভাবে রোগা কাণ্ড নিয়ে বেড়ে উঠবে, নয়তো ঝুঁকড়ে যাওয়া ডালপাতা নিয়ে বক্রপথে সে জীবনের আলো খুঁজবে। অতএব তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে কোনো অন্তরায় রাখা চলবে না। কিন্তু বাগানের মালিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সেই চারাগাছের গোড়ায় সুষম পরিমাণে সার জল বা কীটনাশক দেওয়া হচ্ছে কি না। তার শিকড়ে বা পাতায় পোকার সংক্রমণ ঘটছে কিনা। যদি তাই হয় তাহলেই প্রয়োজন হয়ে পড়বে যাবতীয় নিরাময়ের। তাছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে, চারাটিকে যেন ছাগলে মুড়িয়ে দিয়ে না যায়। পরিবেশের কুপ্রভাব থেকে শিশুকে রক্ষা করতে তার চারপাশে একটা শাসনের হালকা বেড়া থাকবে, যা শিশুর কাছে বাধা বা বোঝা না ওঠে!

'শাসন' তাই শিশুর কাছে একটা হালকা পাতলা জালিকার আবরণ, যা শিশুকে পারিপার্শ্বিক আক্রমণ ও দুষ্ট প্রভাব থেকে রক্ষা করবে অথচ জল, হাওয়া, আলোর স্বাভাবিক প্রবাহকে রুদ্ধ করবে না।

এর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ব্যাধি নয় তো কী? মায়ের চিঠিতে বোধহয় সেই জাতীয় কোনও প্রবণতা লক্ষ্য করেই আমার প্রবীণ দাদা মন্তব্য করেছিলেন, 'আপনাকে ভূতে ধরিয়াছে।'

ম্যাকেঞ্জি পার্কে স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়তে (১ম পাতর পর)

এই প্রসঙ্গে পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন, উপস্থিত ৫০ লক্ষ টাকা আমরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের কাজে খরচ করতে পারব। বাকীটা সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, রাজ্য সভার প্রতিনিধি, স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক ওঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, জিমনাসিয়াম, ড্রেসিং রুম, রেষ্ট রুম, ক্লাব হাউস, গ্যালারি – অত্যাধুনিক স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সের জন্য যা প্রয়োজন সব কিছু গড়ে তোলা হবে এখানে। কিভাবে কি করা যায় সেটা কমিটির রিপোর্টের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছবে। উল্লেখ্য, গত মাসে রঘুনাথগঞ্জে এক প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য স্টেডিয়ামের অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণাও করেন। পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য্য আগামী ১১ এপ্রিল স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ম্যাকেঞ্জী পার্কে আসছেন।

ঘাট পারাপারে জখম হচ্ছে মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর পুরসভার এনায়েতনগর ফেরী ঘাট এবং ডোমপাড়া ফেরী ঘাটে নিত্য-যাত্রীদের পারাপার যেমন বিপদজনক হয়েছে সেই রকম ওঠানামার ব্যাপারটাও বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে জল বন্টন চুক্তির কল্যাণে এই মরশুমে জল কমই থাকে। কিন্তু নদীর উভয় পার পাথর দিয়ে বাঁধানোর সময় সেরকম কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রতিদিন বহু মানুষ পাথরের আঘাতে জখম হচ্ছেন। এছাড়া বেশ কয়েকজন জলে পড়ে গেলেও জীবন হানির কোন সংবাদ নাই।

অবশেষে মনিগ্রাম হাইস্কুলে ইন্দ্রপতন (১ম পাতার পর)

সহযোগিতা না করলে আইন তার নিজস্ব পথে যাবে। তিনি আরও বলেন – পঠন-পাঠনের উন্নতি, স্কুল বিল্ডিং এর দুরবস্থা দূর করা, কমিটি গঠনের যাবতীয় প্রক্রিয়া তারা শুরু করে দিয়েছেন।

কর্মী চাই

একটি চালু ইটভাটার জন্য ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, পকলিং (জি.সি.বি) পকমিল, ব্লোয়ার, জেনারেটার, পাম্প, লরি দেখাশোনার জন্য কয়েকজন কর্মী প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

জঙ্গিপুর সংবাদ, পোষ্টবক্স-৫০

বাড়ী ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ শহরে গো-ডাউন রোডের উপর (পীচরাস্তায়) দোতলায় দুটি বড় ঘর, রান্নাঘর ও স্নানঘর (সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র) সহ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগ – সুকুমার সেন, গো-ডাউন রোড
৯৪৩৪২৩৯৬৫৫ / ০৩৪৮৩-২৬৬০৪০
সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত।

জঙ্গিপুরের রূপকার মৃগাঙ্ক (১ম পাতার পর)

লোকাল এম.পি, এম.এল-এদের কোটা থেকে টাকা সংগ্রহ করে ব্রিজের কাজ শেষ হয়। একইভাবে ম্যাকেঞ্জিপার্ক মাঠ সংস্কার করে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন পুরপতি মৃগাঙ্ক। এই কাজের জন্য যে টুকু জানি তাতে জেলা পরিষদের ২৫ লক্ষ ও পুরসভার ২৫ লক্ষ হাতে নিয়ে কাজ শুরু হচ্ছে। তাতে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর দূরদর্শিতার বা দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না কি ? তাই মৃগাঙ্কবাবুকে বাদ দিয়ে জঙ্গিপুর পুরসভার উন্নয়ন ভাবা যায় না। এটা এলাকার মানুষকে চিন্তা ভাবনার মধ্যে রাখতে হবে। এক সাক্ষাতকারে এ তথ্য জানান জঙ্গিপুরের এক প্রবীণ নাগরিক।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

- রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
- সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
- পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
- মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
- K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
- আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –

শ্রীমতী দেবযানী
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী, শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008

Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।